হরপ্পা সভ্যতা:

উৎপত্তি, বসতি বিন্যাস, নগর পরিকল্পনা, কৃষিভিত্তি, কারুশিল্প, বাণিজ্য ও সামাজিক সংগঠন**

---

১. ভূমিকা (Introduction)

হরপ্পা সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতা প্রাচীন ভারতের প্রথম **নগরসভ্যতা**। এটি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় উপমহাদেশে গড়ে ওঠে এবং উন্নত নগর পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে। এই সভ্যতা মানবসভ্যতার বিকাশে এক উচ্চতর পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে।

---

২. হরপ্পা সভ্যতার উৎপত্তি (Origin of Harappan Civilization)

হরপ্পা সভ্যতার উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে।

- **কালপর্ব**: প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০–১৯০০ অব্দ (পরিণত হরপ্পা পর্ব)
- **ভৌগোলিক বিস্তৃতি**: সিন্ধু নদ উপত্যকা ও তার উপনদীগুলির অঞ্চল (বর্তমান পাকিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম ভারত)

অনেক গবেষকের মতে, নব্যপ্রস্তরযুগ ও তাম্রপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিক বিকাশের ফলেই হরপ্পা সভ্যতার উৎপত্তি ঘটে। এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘ সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফল।

---

৩. বসতি বিন্যাস (Settlement Pattern)

হরপ্পা সভ্যতার বসতি বিন্যাস ছিল পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত।

- বসতিগুলি ছোট গ্রাম থেকে বড় নগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল
- প্রধান নগর: হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো, ধোলাবিরা, রাখিগড়ী, কালিবঙ্গান
- নদীকেন্দ্রিক বসতি গড়ে ওঠে, যা কৃষি ও বাণিজ্যের সহায়ক ছিল

☞ বসতি বিন্যাস থেকে বোঝা যায় যে হরপ্পা সভ্যতায় একটি কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান ছিল।

---

৪. নগর পরিকল্পনা (Town Planning)

হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ছিল এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

৪.১ পরিকল্পনার প্রধান দিক

- নগর সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত:
  - **উচ্চনগর (Citadel)**
  - **নিম্ননগর (Lower Town)**
- রাস্তা ছিল সোজা ও একে অপরকে সমকোণে ছেদ করত (Grid Pattern)
- বাড়িগুলি পোড়া ইট দিয়ে নির্মিত

৪.২ নিকাশি ব্যবস্থা

- উন্নত ও পরিকল্পিত নিকাশি ব্যবস্থা
- প্রতিটি বাড়ি থেকে নিকাশিনালায় সংযোগ
- ঢাকনা দেওয়া নিকাশি নালা

☞ এই ব্যবস্থা হরপ্পাবাসীদের উচ্চমাত্রার স্বাস্থ্যবোধের পরিচয় দেয়।

---

৫. কৃষিভিত্তি (Agricultural Base)

হরপ্পা সভ্যতার অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি।

- চাষকৃত ফসল: গম, যব, ধান (কিছু অঞ্চলে), তুলা
- নদীর পলি জমে উর্বর ভূমি তৈরি হতো
- সেচব্যবস্থার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া যায়

☞ কৃষি উৎপাদনের উদ্‌বৃত্ত নগরায়ণের ভিত্তি গড়ে তোলে।

---

৬. কারুশিল্প (Craft Production)

হরপ্পা সভ্যতায় কারুশিল্প অত্যন্ত উন্নত ছিল।

৬.১ প্রধান কারুশিল্প

- মৃৎশিল্প (কালো-লাল মৃৎপাত্র)
- পুঁতি ও অলংকার নির্মাণ
- তামা, ব্রোঞ্জ ও পাথরের সামগ্রী
- সীলমোহর নির্মাণ

৬.২ শিল্পসংগঠন

- বিশেষায়িত কারিগরের উপস্থিতি
- কর্মশালার অস্তিত্বের প্রমাণ

---

৭. বাণিজ্য (Trade)

হরপ্পা সভ্যতার বাণিজ্য ছিল দেশীয় ও বৈদেশিক উভয়ই।

৭.১ দেশীয় বাণিজ্য

- নগর ও গ্রামগুলির মধ্যে বিনিময়
- কাঁচামাল ও প্রস্তুত পণ্যের আদান-প্রদান

৭.২ বৈদেশিক বাণিজ্য

- মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য (Meluhha নামে পরিচিত)
- বন্দরনগরী: লোথাল

☞ সীলমোহর ও ওজন ব্যবস্থার ব্যবহার উন্নত বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রমাণ।

---

৮. সামাজিক সংগঠন (Social Organization)

হরপ্পা সভ্যতার সামাজিক সংগঠন ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ ও তুলনামূলকভাবে সমতাভিত্তিক।

- বড় প্রাসাদ বা রাজকীয় সমাধির অনুপস্থিতি
- ধর্মযাজক বা প্রশাসনিক শ্রেণির সম্ভাব্য আধিপত্য
- শ্রমিক, কারিগর ও কৃষকের সমন্বয়ে সমাজ গঠিত

☞ সমাজে চরম বৈষম্যের প্রমাণ সীমিত।

---

৯. মূল্যায়ন (Evaluation)

হরপ্পা সভ্যতা ছিল প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অত্যন্ত উন্নত। নগর পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা সমসাময়িক অনেক সভ্যতার তুলনায় অগ্রসর ছিল। তবে রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্যের অভাব রয়েছে।

---

১০. উপসংহার (Conclusion)

হরপ্পা সভ্যতা প্রাচীন ভারতের নগরায়ণের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এর উৎপত্তি, পরিকল্পিত বসতি, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, উন্নত কারুশিল্প ও বাণিজ্য এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক সংগঠন ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

✍ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
2. হরপ্পা সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করো।
3. হরপ্পা সভ্যতার সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করো।

---

১. হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

উত্তর :
হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনা প্রাচীন বিশ্বের মধ্যে অন্যতম উন্নত ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার উদাহরণ। এই সভ্যতার নগরগুলি সুপরিকল্পিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ কাঠামোর উপর গড়ে উঠেছিল, যা একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করে।

প্রথমত, হরপ্পা নগরগুলি সাধারণত দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল—**উচ্চনগর (Citadel)** ও **নিম্ননগর (Lower Town)**। উচ্চনগরে প্রশাসনিক ও ধর্মীয় গুরুত্বসম্পন্ন স্থাপনা যেমন শস্যাগার, বৃহৎ স্নানাগার ইত্যাদি অবস্থিত ছিল, আর নিম্ননগরে সাধারণ মানুষের বাসস্থান ছিল।

দ্বিতীয়ত, নগরগুলির রাস্তাঘাট ছিল **গ্রিড প্যাটার্নে নির্মিত**—প্রধান ও উপ-রাস্তা একে অপরকে সমকোণে ছেদ করত। এই পরিকল্পনা চলাচল ও নগর ব্যবস্থাপনাকে সহজ করেছিল।

তৃতীয়ত, **নিকাশি ব্যবস্থার উৎকর্ষ** ছিল হরপ্পা নগর পরিকল্পনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে ঢাকনাযুক্ত নিকাশিনালা যুক্ত ছিল, যা প্রধান নিকাশিনালার সঙ্গে সংযুক্ত হতো। এটি নাগরিক স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি হরপ্পাবাসীদের সচেতনতার পরিচয় দেয়।

চতুর্থত, বাড়িগুলি সাধারণত পোড়া ইট দিয়ে নির্মিত ছিল এবং ব্যক্তিগত কুয়া ও স্নানঘরের ব্যবস্থাও দেখা যায়। সব মিলিয়ে বলা যায়, হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনা একটি উন্নত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত নগর জীবনের প্রতিফলন।

---

২. হরপ্পা সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করো।

উত্তর :
হরপ্পা সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল বহুমুখী ও সুসংগঠিত, যার উপর এই নগরসভ্যতার স্থায়িত্ব নির্ভর করত। এই অর্থনীতির মূল স্তম্ভ ছিল **কৃষি, কারুশিল্প ও বাণিজ্য**।

প্রথমত, **কৃষি ছিল হরপ্পা সভ্যতার অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি**। সিন্ধু নদ ও তার উপনদীগুলির পলিমাটি অত্যন্ত উর্বর ছিল। গম, যব, তুলা এবং কিছু অঞ্চলে ধানের চাষের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেচব্যবস্থার প্রাথমিক নিদর্শন কৃষির উন্নত স্তরের ইঙ্গিত দেয়। কৃষিজ উদ্‌বৃত্তই নগরায়ণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভিত্তি গড়ে তোলে।

দ্বিতীয়ত, **কারুশিল্প অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ** ছিল। মৃৎশিল্প, পুঁতি ও অলংকার নির্মাণ, ধাতব শিল্প (তামা ও ব্রোঞ্জ), সীলমোহর প্রস্তুত প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষায়িত কারিগরদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এটি শ্রমবিভাজন ও অর্থনৈতিক বিশেষায়নের প্রমাণ।

তৃতীয়ত, **বাণিজ্য ব্যবস্থাও অত্যন্ত উন্নত ছিল**। দেশীয় বাণিজ্যের পাশাপাশি হরপ্পাবাসীরা মেসোপটেমিয়া সহ পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যে যুক্ত ছিল। লোথালের মতো বন্দরনগরী, সীলমোহর ও মানক ওজনের ব্যবহার সুসংগঠিত বাণিজ্য ব্যবস্থার সাক্ষ্য বহন করে।

অতএব বলা যায়, কৃষি, কারুশিল্প ও বাণিজ্যের সমন্বয়েই হরপ্পা সভ্যতার শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে উঠেছিল।

---

৩. হরপ্পা সভ্যতার সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করো।

উত্তর :
হরপ্পা সভ্যতার সামাজিক সংগঠন ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুসংগঠিত এবং তুলনামূলকভাবে সমতাভিত্তিক। যদিও লিখিত দলিলের অভাবে সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন, তবুও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মাধ্যমে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

প্রথমত, সমাজে **চরম সামাজিক বৈষম্যের স্পষ্ট প্রমাণ অনুপস্থিত**। রাজপ্রাসাদ, বিশাল সমাধি বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক জাঁকজমকের অভাব থেকে ধারণা করা হয় যে সমাজটি তুলনামূলকভাবে সাম্যবাদী ছিল।

দ্বিতীয়ত, সমাজে **বিভিন্ন পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব** ছিল—কৃষক, কারিগর, বণিক ও শ্রমিক শ্রেণি। শ্রমবিভাজন ও পেশাগত বিশেষায়ন সমাজকে সংগঠিত করে তুলেছিল।

তৃতীয়ত, প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব সম্ভবত সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। উচ্চনগরের অস্তিত্ব থেকে অনুমান করা যায় যে সমাজে কোনো **কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থা** ছিল, যদিও রাজতন্ত্রের স্পষ্ট প্রমাণ নেই।

সব মিলিয়ে বলা যায়, হরপ্পা সভ্যতার সামাজিক সংগঠন ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ, সহযোগিতামূলক ও নগরকেন্দ্রিক, যা এই সভ্যতার দীর্ঘস্থায়িত্ব ও উন্নতির প্রধান ভিত্তি ছিল।